স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কারের সুপারিশমালা উপস্থাপন ও মতবিনিময় সভা

২৯ জুলাই ২০০৭

সিরডাপ মিলনায়তন, ১৭ তোপখানা রোড, ঢাকা

আয়োজনেঃ স্থানীয় সরকার পলিসি অ্যাডভোকেসি ফোরাম (পিএএফ)

বাংলাদেশে পৌরসভাকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সুপারিশসমূহ

- আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান, গাজীপুর পৌরসভা
সদস্য, বাংলাদেশ পৌরসভা সমিতি

১. বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্থানীয় সরকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের পৌরসভাসমূহের চেয়ারম্যানের পদবি 'মেয়র' এবং কমিশনারদের পদবি 'কাউন্সিলার' হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার বা পৌরসভার প্রধানই সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে। যা সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্বে একজন করে কাউন্সিলার থাকবেন। পরিষদের অনুমোদনক্রমে যিনি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবেন। দপ্তরের দায়িত্ব 'মেয়র' বণ্টন ও পরিবর্তন করবেন।

৩. পৌরসভার আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য প্রত্যেক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক থাকবে। ন্যূনতম মূল্যে যে কোনো নাগরিক তা সংগ্রহ বা ক্রয় করতে পারবেন।

৪. পৌরসভার কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের সম্পৃক্ততার জন্য বিভিন্ন পেশার (সমাজকর্মী, রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, ভূমিহীন) প্রতিনিধিত্বে একটি গ্রহণযোগ্য নাগরিক কমিটি থাকবে যেখানে নারী প্রতিনিধিত্বকে গুরুত্ব দেয়া হবে। পৌরসভার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, প্রকল্প বা অন্যান্য কার্যাবলীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই কমিটি মতামত নিতে হবে।

৫. প্রত্যেক পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান, ল্যান্ড ইউস প্লান থাকা এবং তা অনসুরণ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। নতুন পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রথম তিন বছরের মধ্যে মাস্টারপ্ল্যানে ভূমি ব্যবহার, রাস্তা-ড্রেনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ন্যূনপক্ষে ২০ বছরের লক্ষ্য স্থির করতে হবে যা প্রতি বছর হালনাগাদ করা হবে।

৬. পৌর আইন ও পৌর পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য মিউনিসিপাল পুলিশ থাকতে হবে। মিউনিসিপাল পুলিশের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৭. পৌর এলাকার সব রকমের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভাগ কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই পৌরসভাকে অবহিত করতে বাধ্য থাকবেন। (যেমন : সড়ক ও জনপথ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, গণপূর্ত, জেলা পরিষদের কাজ, বিদ্যুৎ, টেলিফোন প্রভৃতি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান)।

৮. পৌর এলাকায় কর্মরত সকল এনজিও'র কার্যক্রম সম্পর্কে পৌরসভাকে অবগত করতে হবে।

৯. পৌর এলাকার হাট-বাজার, ফেরিঘাট, পুকুর, জলমহাল পৌর কর্তৃপক্ষই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের দায়িত্বে থাকবে।

১০. পৌর এলাকাধীন সরকারি/ আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত খাসজমি পৌরসভাই রক্ষণাবেক্ষণ বা ব্যবহার করবে। লিজ বা অস্থায়ী ভিত্তিতে অন্য কোনো সেবামূলক কাজে ব্যবহার করতে পারবে তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিজস্ব প্রয়োজন পৌর কর্তৃপক্ষ ওই জমি অক্ষত অবস্থায়/ জমির রকম বা শ্রেণী অপরিবর্তিত রেখে তা বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।

১১. ভূমি সংরক্ষণ আইন, যেমন নিচু জমি ভরাট করা, কোনো আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা, পুকুর খনন বা ভরাট প্রতিটি ক্ষেত্রেই পৌর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১২. ১৯৭৭ সালের পৌর অধ্যাদেশে দেয় ক্ষমতাবলে একটি অনুসরণযোগ্য উপবিধি দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।

১৩. পৌর এলাকার মাধ্যমিক স্তরে সর্বোচ্চ ৩টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ২টি মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির সভাপতি মিউনিসিপাল মেয়র (পছন্দমতো) পদাধিকার বলে থাকতে পারবেন এবং কলেজসমূহের গভর্নিং বডির সদস্য পদাধিকার বলে হবেন।

১৪. পৌরসভার প্রেষণে প্রেরিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বিলুপ্ত মেজিস্ট্রেসি ক্ষমতা পূনর্বহাল করা অত্যাবশ্যক।

১৫. যেহেতু পৌরসভা একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান তাই পৌরসভার সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ভ্যাট, আইটিমুক্ত থাকবে। ভ্যাট ও আয়করের অর্থ আলাদা রেখে পৌর কর্মচারীগণের গ্র্যাচুয়িটি, প্রফিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতি আর্থিক সুবিধাদানের ক্ষেত্রে খরচ করা হবে।

১৬. পৌর এলাকায় ভূমি রেজিস্ট্রেশন করের প্রাপ্য ন্যূনতম ৫০% এবং ভূমি উন্নয়ন করের ৫০% পৌরসভাকে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

১৭. পৌরসভা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যুৎ বিল বাণিজ্যিক হারের পরিবর্তে আবাসিক হারে প্রদান করবে।

১৮. পৌর রাস্তা বা জমি ব্যবহার করে আয় করার কারণে পৌর এলাকার প্রত্যেক বিদ্যুৎ খুটি ও টেলিফোন খুটির ট্যাক্স পৌরসভাকে প্রদান করতে হবে।

১৯. পৌর পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভাতা বাস্তবসম্মত করতে হবে।

২০. পৌরসভা মেয়রের পদমর্যাদা ন্যূনপক্ষে যুগ্ম সচিব সম্মানের হওয়া আবশ্যক।

২১. স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের ন্যূনতম ১৫% সরাসরি লোকসংখ্যা অনুসারে পৌরসভার জন্য বরাদ্দ থাকা আবশ্যক।

২২. পৌর এলাকার বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন বা শিক্ষা চিকিৎসা সেবার জন্য বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা পৌর পরিষদের থাকবে।

২৩. পৌর অর্গানোগ্রাম অনুসারে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পৌর পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিয়োগ দেয়া যাবে তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোনো মতেই পৌর সংস্থাপন খরচ পৌর নিজস্ব আয়ের ৫০ ভাগের বেশি হবে না।

২৪. পৌর আইন-শৃঙ্খলা কমিটির আহ্বায়ক মেয়র এবং সদস্য সচিব থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন।

উপরোক্ত সংশোধনী এনে ১৯৭৭ সালের পৌর অধ্যাদেশকে যুগপোযোগী করতে হবে।